আমাদের সময়

তারিখ 06 APR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা আইনে কৌশলে নোট গাইড বই প্রকাশের সুযোগ

এম এইচ রবিন ●

দীর্ঘদিন ধরে 'নোট' ও 'গাইড' বই প্রকাশের বিরোধিতা করে আসছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। তাদের দাবি– নোট ও গাইড বই পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটছে না, বরং তাদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু খসড়া শিক্ষা আইনে কৌশলে নোট ও গাইড বই প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়ায় তৃতীয় অধ্যায়ের ২১-এর ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাণ্ডুলিপির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কেবলমাত্র সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক পুস্তক বা ডিজিটাল শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রকাশ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোনো প্রকার নোট বই বা গাইড বই প্রকাশ করা যাইবে না।' এই বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

খসড়া আইনে নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে– 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে যে পুস্তকসমূহে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে শুধু বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির উত্তর লিখা থাকে এবং যাহা অধ্যয়ন করিলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়, শিক্ষার্থীরা মূল পাঠে উৎসাহ হারায়।' তবে সহায়ক বইয়ের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির আমাদের সময়কে বলেন, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসাধু প্রকাশকরা নিষিদ্ধ গাইড বই ও নোট বইয়ের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষা আইনে কৌশলে নোট গাইড

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) পরিবর্তে 'সহায়ক' বই নামে প্রকাশ করে বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে পারবে। মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সব পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে খসড়া আইনে। কিন্তু সহায়ক বই প্রকাশের সুযোগ থাকলেও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হবে। এটি শিক্ষানীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে নোট-গাইড কেনায় বাধ্য করে। তাদের আইনের অধীনে আনা না হলে এ অপরাধ ভয়াবহ আকারে বেড়ে যাবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক বা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা হবে। তবে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি, সংখ্যা ও স্তর সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। আইনে একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : চার বছর থেকে ছয় বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট বা মাদ্রাসায় নির্ধারিত মেয়াদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা : সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়াকে প্রাথমিক শিক্ষা অবহিত করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : সাধারণ শিক্ষা নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত, মাদ্রাসা শিক্ষা নবম থেকে আলিম পর্যন্ত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা।

উচ্চশিক্ষা : সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগভাবে পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা অর্থাৎ স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা। এর আগে ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষা আইনে এই খসড়া প্রকাশ করে সরকার। কিন্তু সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি। সেই খসড়াটি কিছুটা সংশোধন-পরিবর্ধন করে নতুন এই খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।